দৈনিক ইনকিলাব

059

তারিখ 08 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা

আজ থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের কামিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় সারা দেশ থেকে অংশ নিচ্ছেন কামিল— হাদিস, তাফসীর, ফিক্হা, আদব ও মুজাব্বিদ বিভাগে মোট ৩ হাজার ৫শ' ৬১ জন; আলিম— সাধারণ, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ বিভাগে মোট ১৭ হাজার ৬শ' ১২ জন এবং ফাজিল পরীক্ষায় ৩টি বিভাগে ১১ হাজার ৪শ' ৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সারা দেশে মোট ১শ' ২২টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এ পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে, যথার্থরূপে অনুষ্ঠিত হোক— এটা আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

পরীক্ষার ব্যাপারে ইদানীংকার আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত ও বেদনাদায়ক। নজিরবিহীন গণটোকাটুকিতো আছেই, উত্তরপত্র লিখে দেওয়া, শিক্ষক কর্তৃক নকল সরবরাহও অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এসব অবৈধ কাজে বাধা দিতে গিয়ে কত শিক্ষককে যে হুমকি, হয়রানীর শিকার হতে হয়েছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। হট্টগোল, মারামারি থেকে আরম্ভ করে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গোলাগুলী পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে কোন কোন পরীক্ষায়— বহু জায়গায়। পরীক্ষার এ হাল অবস্থা দেখে দেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল।

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রধানত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। এ শিক্ষা লাভ করে যারা বেরিয়ে আসেবন জাতি সাধারণত তাদের থেকেই পরহেজগারী, আমানতদারী, সততা ন্যায়-নিষ্ঠা শিক্ষা করবেন— দীক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই স্বভাবতই আমরা চাই না তারাও অন্যদের মত গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাক, দুর্নীতির আশ্রয় নিক। অন্যায় সবার জন্যেই অন্যায় হলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর ডিগ্রির তারতম্য ঘটে। যারা নৈতিকতা শিক্ষা দেবেন, ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণ করবেন তারাই যদি দুর্নীতির শিকার হন তবে ন্যায় ও সত্যের শিক্ষা মানুষ কার কাছ থেকে গ্রহণ করবে? মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এ সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে হবে। সকল ক্ষেত্রে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। অযোগ্যরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে যোগ্যতার সনদ হাসিল করে, সেই মেকি যোগ্যতার বলে কর্মক্ষেত্রে আসন যাকিয়ে বসলে দেশ ও জাতির যে সমূহ সর্বনাশ ঘটে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। সাধারণ ছাত্রদের বেলায় এ ক্ষতি অনেকটা বৈষয়িক হলেও মাদ্রাসার ছাত্রদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দ্বারা যে ক্ষতি তা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ। কিতাব না পড়ে নকলের উপর ভরসা করে যে পাস করে, সে নকল মৌলভী সাহেবের ফতোয়া ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তার কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির আশঙ্কা বিদ্যমান। এ জন্যেই তাদের অবশ্যই এথেকে দূরে থাকতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষকগণ তথা গোটা আলেম সমাজকে আজ পরীক্ষার দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে এগিয়ে আসতে হবে, জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মেধার মূল্যায়নের জন্যে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা পরিবর্তনের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আমাদের শিক্ষাবিদদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রচলিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা সত্যিকার মেধা যাচাই সম্ভব নয়। এ পদ্ধতি অব্যাহত রেখে পরীক্ষার দুর্নীতি উচ্ছেদও এক প্রকার অসম্ভব।

ছাত্রদের পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগিতাই যে এ দুর্নীতির জন্যে দায়ী তাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এর জন্যে দায়ী অনেক কিছু। এর মধ্যে শ্রেণী কক্ষে উপযুক্ত শিক্ষাদান না করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা উত্তমরূপে শিক্ষাদান, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও যথার্থরূপে মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষার এ অবনত মান উন্নত করা সম্ভব। এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থে তা করতেই হবে।